—এসেছ—এসেছ প্রিয়া, পূরাতে বাসনা,
অতৃপ্ত অসীম আশা ?
হৃদয়ের রাণী মোর,
কবি কুঞ্জে যদি এলে মানসীর বেশে
সুদীর্ঘ বিরহ অন্তে দুখ নিশি শেষে,
দুটী ফোঁটা অশ্রুজলে হাত দুটী ধরি'
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি' এস, সখি, বরি !
কেমনে নিবেদি তোমা এত শত আশা
আজি হায় মূক যত হৃদয়ের ভাষা ?
—শুধু চাহি প্রিয় সখি, নয়ন আমার
পিবে অই রূপময়ী আনন তোমার
আবেশে জনম ভোর ।

চৈতালি

চিরমধু চৈতালি

মাদকতা-মাখা পরশন তব দিয়াছ ভুবনে ঢালি ॥
চোত-মুকুলের গন্ধ-পাগল ভোমরায় দাও নাড়া—
নীরব নিমেষে অনুভূতি তব জাগায় পুলক সাড়া ॥
গোপন ভাবেতে কত কথা কও, নাহি বুঝ তার কিছু
দরশ' আশায় মরীচিকা সম ঘুরি তব পিছু পিছু ॥
পুষ্প বধূরা কাঙাল নয়ন সাজায়ে পথের পাশে—
নিরজনে বসি পল গোণে শুধু তোমায় পাবার আশে ॥
তোমার পরশে উতলা রজনী জ্যোছনায় ডালা ভরি'—
সবহারা-হৃদি সবভোলা করি নিয়ে যায় কোথা হরি ॥

কামিনীর তলে কামিনী যাপিছে বিরহ বেঘুম রাতি—
শূন্য আঁধারে নিরজনে শুধু জ্বলিছে তারার বাতি ॥
একাকিনী ওই নিশীথিনী সই বিশাল লালসা ভরে--
সারাটি রাত্রি অন্ধের মত তোমারে খুঁজিয়া মরে ॥
চিরদিন তুমি অচেনা অজানা নাহি দিলে কারে দেখা—
গোপন গৃহেতে কত না পরাণ কেঁদেছে নিশীথে একা ॥
চাঁদের হাসিতে কে যেন গো ওই অচেতন বিছানায়—
বক্ষে বহিয়া পুষ্প-পরাগ বুলাও তাহার গায় ॥
ভুলাইতে মোরে এসেছ যেমন আজ--
মরণের পথে সঙ্গী সাজিও সারিয়া সকল কাজ ॥

শ্রীসন্তোষ কুমার সেন।
প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান বিভাগ

একা

দিনের শেষে শ্রান্ত আমি, আঁধার আসে ঘিরে।
পথ ভুলে আজ একলা অমি বসি নদীর তীরে ॥
আকাশ পানে চেয়ে দেখি বিহগ কুলায় যায়।
বিদায় সুরে গাইছে মাঝি বসি' আপন নায় ॥
গৃহের পানে ছুটছে রাখাল লয়ে পাঁচন হাতে।
গাভীরা সব হাম্বা রবে চলছে তারি সাথে ॥
ঘরের টানে চলছে সবে সারি' দিনের কাজ।
আমিই শুধু একলা বসে' নদীর তীরে আজ ॥

শ্রীবিনয় মজুমদার।
প্রথম বার্ষিক বিজ্ঞান শ্রেণী